

জীবনের আয়নায়

স্বামী দিব্যানন্দ

লাগনের কাছে ভূসোকালি জন্মে থাকলে ভিতরের অগ্নিশিখা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু সেই না-দেখার অভিজ্ঞতাই লণ্ঠন সম্পর্কে শেষকথা বলে দাবি করা সমীচীন নয়। কাচের কালি মুছে দিতে পারলে সহজেই প্রকাশিত হয় তার অন্তরের আলো। কী অসাধারণ শক্তি নিয়ে জ্বলছে সেই অনির্বাণ দীপশিখা! ভূসোকালিকে সত্যি বলে জানলে ভিতরের অগ্নি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু সেই কালির অলীক আবরণ সরিয়ে দিলে অগ্নি স্ব-মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের অন্তরে প্রকাশোন্মুখ সত্তা বর্তমান। কিন্তু বহিরঙ্গে তার সাময়িক কোন ভুল অথবা অনবধানবশে ত্রুটিপূর্ণ কোন কাজ মানুষকে সমাজের কঠিন বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে। তার জন্য অবশেষে অপেক্ষা করে থাকে কোন কঠিন শাস্তি। বিচারের পাষণ দেওয়ালে মাথা কুটে কাঁদে ভ্রান্তির আপশোস। জীবনের মূলস্রোতে তার ফিরে আসার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ মনুষ্যত্বের গভীরে অবরুদ্ধ দীপশিখাটি অবিচলভাবে আলো ছড়ায় উন্নততর জীবনের আঙিনায়, উচ্চতর সত্যের পথে।

গত ৩ মে ২০০৭ মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী বিনিশ্চয়ানন্দ ও গৃহী ভক্ত দীপক ভট্টাচার্যকে (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম-এর প্রাক্তন ছাত্র) সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন ধরে মোহিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে স্বামী বিনিশ্চয়ানন্দ ও মেদিনীপুর আশ্রমের অন্যান্য মহারাজরা, দীপকবাবু এবং আরো জনাদুয়েক ভক্ত নিয়মিত ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সদগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আবাসিকদের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষাসংক্রান্ত ক্লাসের আয়োজন করে চলেছেন। এইদিন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের রিক্রিয়েশন হল-এ প্রায় দুশো আবাসিকের উপস্থিতিতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হল। একটি চমৎকার আবৃত্তি, দুটি সঙ্গীত, শ্রীবুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অঞ্জলিমালের রূপান্তরের ঘটনার উপস্থাপনা এবং একটি আন্তরিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন প্রায় দশ-বারো জন আবাসিক। তারপর দীপক ভট্টাচার্য সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আমার ও সংশোধনাগারের অধীক্ষক মহাশয়ের বক্তব্যের পর সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে আবাসিকদের প্রণাম করা শুরু হল।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পরিষদের সদস্য এবং বর্তমানে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সংগঠক। সংশোধনাগারের আবাসিকদের নৈতিক মান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন।—সম্পাদক

আবাসিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একের পর এক প্রণাম করে যাচ্ছেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। তাঁদের মধ্যে শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় আর কার্তিক জানার কথা মনে পড়ছে। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে এসে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছে তাঁরা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে গেছেন। কার্তিকবাবু জানালেন, তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রাদেবী তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট মহারাজকে একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ “আমার স্বামী (কার্তিক জানা) আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ আপনার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, ঐ একই দিনে যদি অনুগ্রহ করে আপনি আমাকেও দীক্ষাদান করেন—এজন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।” পূজনীয় মহারাজের সেবক সপ্তর্ষি মহারাজ পূজ্যপাদ মহারাজের অনুমতিক্রমে তাঁরও দীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে লোপামুদ্রাদেবী ও কার্তিকবাবু খুবই আনন্দিত হন। আমরা জেনেছি, শৈলেনবাবু, সাধনবাবু, কার্তিকবাবু নিয়মিত জপধ্যান ও সদগ্রন্থ পাঠ করে সময় অতিবাহিত করছেন। তাঁদের আদর্শ জীবন দেখে অন্য আবাসিকরাও অনুপ্রেরণা লাভ করছেন।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অধীক্ষক মহাশয় আমাদের Condemned Cell-এ পাঁচজন আবাসিকের কাছে নিয়ে গেলেন। সম্প্রতি ওঁদের সকলের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি অল্পবয়সের ছেলে ছিল। সেই ছেলেটি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ছেলেটির নাম দেবদাস। বয়স ছাব্বিশ বছর। অনেকদিন সংশোধনাগারে আছে। আগে সংশোধনাগারে আয়োজিত ক্লাসে সে অংশগ্রহণ করেছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর তাকে একা Condemned Cell-এ থাকতে হয়। দেবদাস কাতরভাবে বললঃ “শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলবেন, তাঁর চরণে আমার যেন ভক্তি ও বিশ্বাস হয়। মৃত্যুর জন্য চিন্তা করছি না, কিন্তু এ জন্মে তাঁর ওপরে বিশ্বাস ও ভক্তি হল না; এজন্যই আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারছি না।” তাকে ল্যামিনেট করা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি রঙিন ফটো দিয়ে বললামঃ “এখানে তো ফুল পাওয়া যায়। তুমি ফুল আর চোখের জলে তাঁর পূজা কর। আর প্রার্থনা কর—ঠাকুর, সকলের শান্তি হোক। সকলে ভাল থাকুক। আমার যেন তোমার চরণে শুদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস হয়।” ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বিদায়ের সময় আমাদের সকলের এবং সেই পাঁচজন আবাসিকের চোখ জলে ভরে গেল। ওঁদের মঙ্গল হোক—সকলে মনে মনে এই প্রার্থনা জানালাম। □